জ্বালানী নিরাপত্তার বিশেষ দিবস

৯ আগস্ট, ২০১০

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

বিশেষ ক্রোড়পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

২৫ শ্রাবণ ১৪১৭
০৯ আগস্ট ২০১০

বাণী

বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪০ বছর পরে জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তায় বঙ্গবন্ধুর অবদানকে স্মরণ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতীয় অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জ্বালানী নিরাপত্তা গড়ে তোলার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সকল দেশে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার অপরিসীম গুরুত্বের বিষয়টি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁরই দিকনির্দেশনায় ১৯৭৫ সালে ৯ই আগস্ট সরকার দেশে সম্পদের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বিদেশী কোম্পানীর নিকট থেকে দেশের ৫টি গ্যাস ক্ষেত্রের মালিকানা অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে ক্রয় করেন। সে ক্ষেত্রগুলো হতে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রগুলোর উপর বাংলাদেশের মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ গ্যাস ব্যবহার করে দেশে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সার কারখানা। আহরিত গ্যাস বাণিজ্যিক জ্বালানীর সিংহভাগ চাহিদা মেটানোর ফলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। জাতির জন্য জ্বালানী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর এ অসামান্য অবদানকে আজ আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। জাতীয় সমৃদ্ধি ও কল্যাণে প্রাকৃতিক গ্যাসের গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে এ সেক্টরের সার্বিক উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের অপচয় রোধকল্পে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী। এ বিষয়ে এগিয়ে আসার জন্য আমি সবাইকে আহবান জানাচ্ছি।

দেশে জ্বালানী নিরাপত্তা গড়ে উঠুক-এ প্রত্যাশা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

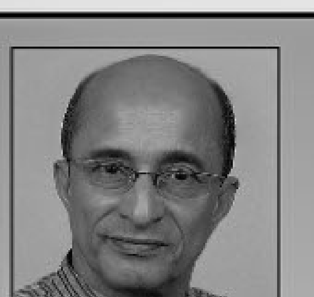

Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, BB, PhD
Adviser to the Hon'ble Prime Minister
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

Message

As we mourn the irreparable loss of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, we remember him with gratitude for one of the many gifts that he had bequeathed in the treasure chest for us. In the backdrop of the first oil crisis in 1973 that sent the global economy on a tailspin, Bangabandhu outsmarted the oil titan Shell and struck the deal for the purchase of the five gas fields of Bangladesh for 4.5 million sterling pounds on August 9, 1975. These fields' total estimated reserve is over 13.3 TCF which, valued at today's price, is worth US$ 23.54 billions (tk 164804 crores)! After having used for three and a half decades, these fields still contain an estimated reserve of 6.81 TCF of gas. The cheap domestic gas that we speak of today, not many are aware, is because Bangabandhu had the vision to make the deal for us.

Prime Minister Sheikh Hasina is leading the nation emulating the strategic vision of Bangabandhu in moving the country up among the ranks of middle-income countries ensuring energy security for Bangladesh. A phased program has been rolled out for increasing our fossil fuel reserves, developing and deploying them for the best interests of the country, in particular, of the poor. Introduction of fuel mix, exploitation of renewable energy, nuclear energy, fuel efficiency and energy conservation are also integral part of that program. We also hope to establish meaningful energy cooperation among the neighboring countries.

Today, a grateful nation remembers the Father of the nation with deep humility.

Dr.Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, Bir Bikram

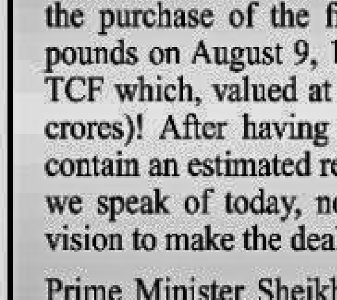

সচিব
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হলো জ্বালানী। বাণিজ্যিক জ্বালানীতে গ্যাসের অবদান ৭০%। কৃষি খাতের মূল প্রাণশক্তি রাসায়নিক সারের উৎপাদনের প্রধান উপাদান প্রাকৃতিক গ্যাস। দেশীয় শিল্প ও রপ্তানি বাণিজ্যের বিকাশেও গ্যাসের অবদান বিপুল। সরকার সাশ্রয়ীমূল্যে গ্যাস সরবরাহ করায় উৎপাদিত পণ্য দেশে ও বিদেশে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব জ্বালানী হিসেবে গ্যাসের ব্যবহার পরিবেশ সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে এদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। সে প্রেক্ষাপটে ১৯৭৫ সনের ৯ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী সিদ্ধান্তে শেল অয়েল কোম্পানির নিকট থেকে তিতাস,হবিগঞ্জ,বাখরাবাদ,রশিদপুর ও কৈলাশটিলায় অবস্থিত ৫টি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করা হয়। সময়ের সাথে সাথে এ ক্ষেত্রগুলোসহ পরবর্তীতে আবিষ্কৃত অন্যান্য গ্যাস ক্ষেত্র দেশের উন্নয়নে বিরাট অবদান রেখে চলেছে। এ সম্পদের দক্ষ, সর্বোত্তম ও সময়োচিত ব্যবহারে আমাদের আরো সচেতন হতে হবে। আজকের এদিনে আমরা জ্বালানী নিরাপত্তায় জাতির জনকের গৃহীত ঐতিহাসিক পদক্ষেপকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার এবং গ্যাসভিত্তিক অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে সুসংহত রূপ দিতে এ দিবসটি আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আমার বিশ্বাস।

মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন

বাংলাদেশের জ্বালানী নিরাপত্তাঃ বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা

অধ্যাপক ড. মোঃ হোসেন মনসুর
চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিব মানেই বাঙালি জাতি, বাংলা সংস্কৃতি এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। তাঁর সারাজীবন সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ ফসল বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং গাঢ় সবুজের মাঝে লাল সূর্য খচিত জাতীয় পতাকা। তাঁর অর্জন ও অবদান এতই বৃহৎ যে জ্বালানী খাত সামগ্রিক অবদানের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। তবুও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তির উৎস যে খাত তার পূর্ণতা দিতে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আর সে পূর্ণতার বীজ অঙ্কুরিত হয় ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট, জীবনাবসানের মাত্র ৬ দিন আগে, যখন নামমাত্র মূল্যে শেল কোম্পানীর নিকট থেকে বৃহদাকার পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করেন।

দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানের শোষণ আর বঞ্চনার শিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলা ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। তাঁর সরকার সময়ক্ষেপণ না করে গ্যাস সেক্টরসহ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনে উদ্যোগী হয়। এ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের জ্বালানী সেক্টরের উন্নয়নের জন্য ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ প্রেসিডেন্টের আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ মিনারেল, অয়েল এন্ড গ্যাস করপোরেশন সংক্ষেপে বিএমওজিসি গঠিত হয়। একই বছর মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশবলে বিএমওজিসি-কে বিভক্ত করে খনিজ খাতকে নিয়ে বাংলাদেশ মিনারেল এক্সপ্লোরেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (বিএমইডিসি) এবং খনিজ তৈল ও গ্যাস খাতকে নিয়ে বাংলাদেশ অয়েল এন্ড গ্যাস করপোরেশন (বিওজিসি) নামে পৃথক দুটি করপোরেশন গঠন করা হয়। এ উভয় করপোরেশন জাতির অগ্রগতিতে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করে আসছে। জাতির জনকের সুচিন্তিত এবং সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে এবং এ জন্য তাঁকে জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণে রাখবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে জ্বালানী নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস্ (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার ১৯৭২ এবং পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট ১৯৭৪ বলে ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট শেল অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের মালিকানাধীন ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র যথাক্রমে তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা এবং বাখরাবাদ-এর সমস্ত শেয়ার ১৭.৮৬ কোটি টাকায় অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে এবং এভাবে দেশের জ্বালানী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দেশীয় মালিকানার গোড়াপত্তন হয়।

বর্তমানে এ গ্যাস ক্ষেত্রগুলো হতে দৈনিক ৮৪০-৮৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে, যা মোট দৈনিক উৎপাদনের শতকরা ৪৩ ভাগ এবং উৎপাদিত এ পরিমাণ গ্যাসের বিক্রয় মূল্য প্রায় ১০.৩৫ কোটি টাকা। ২০১০ সালের জুন মাস পর্যন্ত এ সকল গ্যাস ক্ষেত্র হতে প্রায় ৬.৫২ টিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে। বর্তমান বাজারমূল্যে যার মূল্য প্রায় ৭৯ হাজার কোটি টাকা। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ক্রয়কৃত উল্লিখিত ৫টি গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস ইনিশিয়াল ইন প্লেস (GIIP) অনুযায়ী প্রমাণিত ও সম্ভাব্য ক্যাটাগরিতে গ্যাসের মোট মজুদ ১৮.৬৮ টিসিএফ, যা দেশে এ যাবৎ আবিষ্কৃত মোট গ্যাস মজুদের শতকরা ৬৫ ভাগ। জুন ২০১০ নাগাদ উল্লিখিত ৫টি ফিল্ডের ২-পি ক্যাটাগরিতে অবশিষ্ট মজুদের পরিমাণ প্রায় ৬.৮০ টিসিএফ, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৮৬ হাজার কোটি টাকা।

জ্বালানী যে কোন দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। বর্তমানে বিশ্বে জনপ্রতি জ্বালানী ব্যবহারের হার ঐ দেশের উন্নয়নের নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুমুখী ব্যবহারের কারণে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবেশবান্ধব, মূল্যসাশ্রয়ী এবং ব্যবহারিক সুবিধার কারণে দেশে এর চাহিদা ক্রমাগত দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে বর্তমানে আবিষ্কৃত মোট ২৩টি গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে ১৭টি গ্যাসক্ষেত্রের ৭৯টি কূপ হতে দৈনিক সর্বোচ্চ ২০০০ মিলিয়ন ঘনফুট পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। অপরদিকে দেশে বর্তমান গ্যাস চাহিদা প্রায় দৈনিক ২৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট। গ্যাসের সরবরাহ ঘাটতি মোকাবিলায় সরকার নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত ১ বছরে গ্যাসের দৈনিক উৎপাদন ২০০ মিলিয়ন ঘনফুটেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত বছরগুলোর পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় দেশে প্রতি বছর গ্যাসের চাহিদা ৭% হারে বাড়ছে। বর্তমানে দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানীর শতকরা ৭৩ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাস হতে মেটানো হচ্ছে। উৎপাদিত মোট গ্যাসের ৪০% গ্রীড বিদ্যুৎ উৎপাদনে, ১৬.৪% শিল্প খাতে, ১৫.২% ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশনে, ১১.৫৪% আবাসিক খাতে, ১০.৪৩% সার উৎপাদনে, ৫.১৫% সিএনজি, ১.১৬% বাণিজ্যিক খাতে ও ০.১২% চা-বাগানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দেশে বিরাজমান গ্যাস ঘাটতি নিরসনকল্পে সরকার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে গ্যাসের মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার ফাস্ট-ট্র্যাক প্রোগ্রামের আওতায় ২০১২ সাল নাগাদ অতিরিক্ত দৈনিক ১৩৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান আছে। আশা করা যায় উল্লিখিত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচীর আওতায় ২০১৫ সাল নাগাদ অতিরিক্ত মোট দৈনিক ১৮২৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। জরুরিভিত্তিতে গ্যাসের চাহিদা মেটানোর জন্য দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুটের সমপরিমাণ এলএনজি আমদানির কার্যক্রমও চলমান আছে। আশা করা যায় ২০১২ সাল নাগাদ এলএনজি আমদানি করে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ সম্ভব হবে।

জাতীয় অগ্রগতি ও দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বার্থে জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা বিধান করার বিকল্প নেই। যার জন্য একমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাসই এখনো প্রায় একক জ্বালানী উৎস হিসেবে অবদান রেখে আসছে। ১৯৭১ সালে বাঙালির রক্তবন্যা ও মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে হানাদারবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের উপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু দেশ গড়ার যে সকল দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশী কোম্পানির মালিকানাধীন দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ ৫টি গ্যাস ক্ষেত্রের মালিকানা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। একই সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমুহও রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনার ব্যবস্থা করেন। সেদিনের

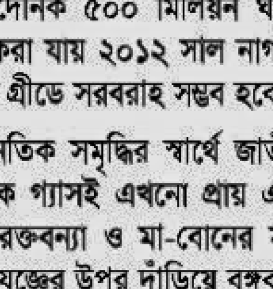

সেই ৫টি গ্যাস ক্ষেত্রের (তিতাস, রশিদপুর, হবিগঞ্জ, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ২০০৮ সালে প্রকাশিত উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের হিসেবে বর্তমান বাজার মূল্যে প্রায় ১৬৫ হাজার কোটি টাকার গ্যাস সম্পদ মজুদ আছে। অথচ সেদিন এ ৫টি গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস মজুদ ও স্থাপনাদি বিদেশী কোম্পানি শেল-র নিকট হতে নামমাত্র মূল্য ৪.৪ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং-এ ক্রয় করা হয়। যা মোট ১৮ কিস্তিতে (ডিএসএলসহ) বাংলাদেশী মুদ্রায় সবেমাত্র ১৭.৮৬ কোটি টাকায় পরিশোধ করা হয়। সেদিনের এ মূল্যের তুলনায় শুধুমাত্র গ্যাস সম্পদ মজুদের হিসেবে বর্তমান মূল্য প্রায় ১০ হাজার গুণ বেশি। শুধু তাই নয় স্বাধীনতা অর্জনের সাথে সাথেই তিনি তাঁর সরকারের মাধ্যমে গ্যাস সেক্টরের বিদেশী মালিকানাধীন সকল প্রতিষ্ঠান ও গ্যাস সম্পদকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন করার প্রয়োজনীয় কার্যকর উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যার ধারাবাহিকতায় এবং সময়ের পরিক্রমায় বর্তমানে জাতীয়ভাবে গ্যাস সেক্টর ৩টি উৎপাদন কোম্পানি, ১টি ট্রান্সমিশন কোম্পানি এবং ৬টি বিপণন কোম্পানিতে বিস্তৃত হয়েছে। একক প্রাথমিক জ্বালানী উৎস হিসেবে গ্যাস সম্পদ দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক এবং জীবনমান উন্নয়নে প্রায় একচ্ছত্র অবদান রেখে আসছে। সেদিন তথা ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট গ্যাস সেক্টরের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতায় জাতীয় সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসকে নিজস্ব মালিকানা ও সম্পদে পরিণত করার যে প্রাতিষ্ঠানিক বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল, তা তাঁরই উত্তরসুরি বর্তমান সরকার কর্তৃক জ্বালানী নিরাপত্তার লক্ষ্যে প্রণীত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের অন্যতম সহায়ক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং জাতিকে অগ্রগতির শীর্ষে নিয়ে যেতে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

২৫ শ্রাবণ ১৪১৭
০৯ আগস্ট ২০১০

বাণী

জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন উপলক্ষে ৯ই আগস্ট ২০১০ যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে আমি তাকে স্বাগত জানাই।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট তদানীন্তন শেল কোম্পানি অব পাকিস্তানের নিকট থেকে দেশের অভ্যন্তরের ৫টি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করা হয়। জাতির জনকের এ দূরদর্শী সিদ্ধান্ত জাতীয় অর্থনীতিতে এক ইতিবাচক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার আজ কেবল জ্বালানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। প্রাকৃতিক গ্যাসকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে সার কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসহ ভারী, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পকারখানা। প্রাকৃতিক গ্যাসের উপজাত হিসেবে আহরিত তেলজাতীয় পদার্থের অবদানও কোন অংশেই কম নয়।

প্রাকৃতিক গ্যাসকে ব্যবহার করে দেশের বহুমাত্রিক উন্নয়ন করা সম্ভব—এ বিষয়টি বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সে সময় এ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে পর্যাপ্ত জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান সরকার নতুন নতুন কূপ খননের মাধ্যমে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যমান জ্বালানি সঙ্কট দূর হবে।

প্রাকৃতিক গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে মূল্যবান এই সম্পদের অপচয় রোধে সকলকে যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা গড়ে তোলার রূপকার জাতির জনকের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিচ্ছন্ন জ্বালানী হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস একটি অতি মূল্যবান সম্পদ। প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম প্রধান সহায়ক শক্তি। জ্বালানী নিরাপত্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। একটি শিল্প-সমৃদ্ধ, সুখী ও সুন্দর সোনারবাংলা বিনির্মাণে প্রাকৃতিক গ্যাসকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সরকার দেশে বিদ্যমান গ্যাসক্ষেত্রগুলোর মালিকানা অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট ৫টি গ্যাসক্ষেত্র বিদেশী কোম্পানীর নিকট হতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কিনে নেয়া হয়।

জাতির জনকের এ দূরদর্শী সিদ্ধান্ত জাতীয় অর্থনীতিতে এক বিরাট ইতিবাচক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার পর থেকে অদ্যাবধি আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশে এবং জ্বালানী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গ্যাসক্ষেত্রগুলো অতুলনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার এ গ্যাস সম্পদের পরিকল্পিত আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে জ্বালানী খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং দেশবাসীর সহযোগিতায় এদেশের আপামর জনগণের কল্যাণে একটি সময়োপযোগী জ্বালানী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হব।

জ্বালানী খাতের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান স্মরণ করে বিশেষ দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি এবং এ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

জয়বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোহাম্মদ এনামুল হক, এমপি

১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট গ্যাস সেক্টরের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক সূচিত কার্যক্রম পরবর্তী ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সময় বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য রক্ষিত রাষ্ট্রীয় অস্ত্রভাণ্ডার ও সেনা চৌহদ্দিতে লুকিয়ে থাকা স্বাধীনতার শত্রুদের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু তাঁর পরিবারের আপনজনসহ শহীদ হন। তিনি শহীদ হলেও গ্যাস সেক্টরে তাঁর গ্রথিত স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে পেট্রোবাংলা পরিবারের পক্ষ থেকে আমরাও প্রত্যাশা করছি যে, ১৯৭৫ সালে ৯ আগস্ট গ্যাস সেক্টরের উন্নয়ন এবং জাতীয় সমৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক জ্বালানী নিরাপত্তার জন্য বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দ্বারা যে বীজ অঙ্কুরিত করেছিলেন তাঁরই সুযোগ্যা কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের ঘোষিত জ্বালানী নিরাপত্তা রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করবে। সরকারের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পেট্রোবাংলা সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা উপহার দিয়েই তাঁর কর্মময় জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেননি। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার লক্ষ্যে পুনর্গঠনের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ধ্বংসস্তূপ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে জ্বালানী খাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই বাংলাদেশ আজ জ্বালানী সংকট মোকাবিলা করছে। আমদানিনির্ভর জ্বালানীর পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাস আজ বাংলাদেশের একক জ্বালানী উৎস। আর তার শুভ সূচনা হয়েছে শেলের নিকট থেকে বৃহদাকার পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয়ের মাধ্যমে। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জ্বালানী নিরাপত্তায় বঙ্গবন্ধুর এ দূরদর্শিতা অতুলনীয়। জাতি আজ তাঁর এ অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তাই জ্বালানী নিরাপত্তার শুভ সূচনার জন্য আজকের এ দিনে কৃতজ্ঞচিত্তে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং সেই সাথে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কাল রাতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারসহ প্রয়াত সকল শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জ্বালানী নিরাপত্তায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয়ী ব্যবহার
দেশের উন্নয়নে এ হোক সকলের অঙ্গীকার